IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত কুটির শিল্প

ড. সামিম আহমেদ মোল্লা

KEY WORDS-

নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ, সামাজিক জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন, শিল্পকর্মে সৃজনশীলতার প্রকাশ,

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

সার সংক্ষেপ-

কুটির শিল্প বাংলার সমাজজীবনের একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলার গ্রামীণ সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ এবং অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কুটির শিল্প গভীরভাবে যুক্ত। কুটির শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি বাঙালির চিন্তা-ভাবনা, নান্দনিকতা ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, কুটির শিল্প ও বাঙালি সমাজের ভাবনার জগতের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়, এটি বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি জেলার নিজস্ব বিশেষ শিল্প রয়েছে—যেমন বাঁকুড়ার টেরাকোটা, কোচবিহারের শীতলপাটি, নদিয়ার মাটির পুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ইত্যাদি। এই শিল্পগুলি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তোলে।নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ - বাঙালি সমাজে সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত শক্তিশালী। এই সৌন্দর্যবোধ কুটির শিল্পে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষও দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসে শিল্পের ছোঁয়া দিতে ভালোবাসে। যেমন— আলপনা , নকশিকাঁথা , মাটির পাত্রে নকশা। এইসব শিল্পকর্মে বাঙালির নান্দনিক চিন্তা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। সামাজিক জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন - কুটির শিল্পের মধ্যে বাঙালির সামাজিক জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন— পটচিত্রে গ্রামীণ সমাজের গল্প, , টেরাকোটায় কৃষিজীবনের দৃশ্য , কাঠের মুখোশে লোকনৃত্য ও লোকধর্ম। এইসব শিল্প সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে রাখে। নারীর সৃজনশীলতার প্রকাশ - বাংলার গ্রামীণ সমাজে নারীরা কুটির শিল্পের প্রধান বাহক। বিশেষ করে— , কান্থা সূচিশিল্প , বোনা কাপড় , পাট ও তালপাতার সামগ্রী। এই শিল্পের মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটায় এবং একই সঙ্গে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও ভূমিকা রাখে। পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়, এটি বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি জেলার নিজস্ব বিশেষ শিল্প রয়েছে—যেমন বাঁকুড়ার টেরাকোটা, কোচবিহারের শীতলপাটি, নদিয়ার মাটির পুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ইত্যাদি। এই শিল্পগুলি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তোলে।

মূল প্রবন্ধঃ-

ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। পশ্চিম বাংলার শিল্পীদের সূক্ষ্ম কারুকার্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও ভারতের বাইরে সমাদর লাভ করেছে। সম্প্রতি কুটির শিল্পের কিছু ধারা অবলুপ্ত হলেও বাংলার কুটিরশিল্প ভারতের অন্যতম কুটিরশিল্প। বাংলার কুটির শিল্পের গৌরব আজও বজায় রেখেছে শান্তিপুর, ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্প। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ি, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল,, মেদিনীপুরের মা কালো মাটির হাড়ি ও সরঞ্জাম, বিষ্ণুপুরের শাঁখা ও পোড়ামাটির কাজ এবং মাদুর ও ঝিনুক সহ কার্পেট -কাগজ -পাথরের প্রতিমা নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের বণিকরা ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস করতে উদ্যত হলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ভারতে কুটির শিল্প বিনষ্ট হতে থাকে।

কুটির শিল্প (Cottage Industry) হলো এমন শিল্প যা সাধারণত গ্রামের বাড়ি বা ছোট কর্মশালায় অল্প মূলধন, সহজ যন্ত্রপাতি এবং পরিবারের সদস্যদের শ্রম দিয়ে পরিচালিত হয়। এই শিল্পে সাধারণত হাতে তৈরি বা আধা-যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করা হয়। স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার, হাতে তৈরি বা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

কুটির শিল্প বাংলার সমাজজীবনের একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলার গ্রামীণ সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ এবং অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কুটির শিল্প গভীরভাবে যুক্ত। কুটির শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি বাঙালির চিন্তা-ভাবনা, নান্দনিকতা ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, কুটির শিল্প ও বাঙালি সমাজের ভাবনার জগতের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ও কুটির শিল্প - বাঙালি সমাজের লোকসংস্কৃতি কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। গ্রামের মানুষ তাদের আনন্দ, দুঃখ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য বিভিন্ন কারুশিল্পে ফুটিয়ে তোলে। যেমন— পটচিত্রে গ্রামীণ জীবন ও পৌরাণিক কাহিনি, কান্থা সূচিশিল্পে ফুল-লতা, পশুপাখি ও লোকজ নকশা, টেরাকোটায় ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্র। এইসব শিল্পের মাধ্যমে বাঙালির চিন্তা-ভাবনা ও লোকজ সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব - বাংলা সমাজে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কুটির শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। অনেক শিল্প ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ— দুর্গাপূজার মাটির প্রতিমা শিল্প, বিবাহ অনুষ্ঠানে শঙ্খের বালা (শাঁখা), , পূজার সাজসজ্জায় শোলাপিঠের কাজ । এইসব শিল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচার বাঙালির ভাবনার জগতকে প্রতিফলিত করে। নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ - বাঙালি সমাজে সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত শক্তিশালী। এই সৌন্দর্যবোধ কুটির শিল্পে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষও দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসে শিল্পের ছোঁয়া দিতে ভালোবাসে। যেমন— আলপনা , নকশিকাঁথা , মাটির পাত্রে নকশা। এইসব শিল্পকর্মে বাঙালির নান্দনিক চিন্তা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। সামাজিক জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন - কুটির শিল্পের মধ্যে বাঙালির সামাজিক জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন— পটচিত্রে গ্রামীণ সমাজের গল্প, , টেরাকোটায় কৃষিজীবনের দৃশ্য , কাঠের মুখোশে লোকনৃত্য ও লোকধর্ম। এইসব শিল্প সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে রাখে। নারীর সৃজনশীলতার প্রকাশ - বাংলার গ্রামীণ সমাজে নারীরা কুটির শিল্পের প্রধান বাহক। বিশেষ করে— , কান্থা সূচিশিল্প , বোনা কাপড় , পাট ও তালপাতার সামগ্রী। এই শিল্পের মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটায় এবং একই সঙ্গে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক জীবন ও আত্মনির্ভরতার ধারণা = কুটির শিল্প বাঙালি সমাজে আত্মনির্ভরতার ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। গ্রামের মানুষ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে জীবিকা অর্জন করে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কুটির শিল্প শুধু একটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়; এটি বাঙালি সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কুটির শিল্পের মাধ্যমে বাঙালির ভাবনার জগত, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক জীবন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই বলা যায়, কুটির শিল্প ও বাঙালি সমাজের ভাবনার জগতের মধ্যে একটি গভীর ও অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের জন্য ভারতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। পশ্চিমবাংলা শতকরা পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ গ্রামবাসী। শহরসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব রাখতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি কুটির শিল্পকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে। যার ফলে বেকার সমস্যার সমাধানে কুটির শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।এখানে শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জেলার মানুষ নিজস্ব শিল্পকর্ম তৈরি করে আসছে। যেমন—ডোকরা, টেরাকোটা, শীতলপাটি, কান্থা, পটচিত্র, মাদুর, শঙ্খ, ঝিনুক, জুট শিল্প ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রধান কুটির শিল্পগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। ১. দার্জিলিং জেলা = দার্জিলিং জেলার কুটির শিল্প মূলত পাহাড়ি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখানে প্রধান শিল্প হলো— উলের কার্পেট (Tibetan Carpet) – তিব্বতি জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে হাতে বোনা কার্পেট তৈরি করে। বাঁশ ও বেতের কাজ – বিভিন্ন ঝুড়ি, আসবাবপত্র তৈরি হয়। কাঠের খোদাই শিল্প – মূর্তি ও সজ্জাসামগ্রী তৈরি হয়। উলের পোশাক ও এমব্রয়ডারি – শাল, জ্যাকেট ইত্যাদি তৈরি হয়। ২. জলপাইগুড়ি জেলা - জলপাইগুড়িতে বনজ সম্পদের কারণে বাঁশ-বেত শিল্প বেশি উন্নত। প্রধান শিল্প - বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, জুট বা পাটজাত দ্রব্য, কাঠের কারুকাজ, হাতে তৈরি পুতুল ও অলংকার। ৩. কোচবিহার জেলা - এই জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত কুটির শিল্প হলো শীতলপাটি। প্রধান শিল্প - শীতলপাটি – মুর্তা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি মাদুর, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী,শোলাপিঠ শিল্প, পাটজাত দ্রব্য । ৪. উত্তর দিনাজপুর -- প্রধান কুটির শিল্প - বাঁশের সামগ্রী, , কার্পেট , টেরাকোটা শিল্প। গ্রামের মানুষ ছোট কারখানা বা বাড়িতে এইসব শিল্প তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ৫. দক্ষিণ দিনাজপুর-- এই জেলার বিশেষ শিল্প হলো কাঠের মুখোশ। - প্রধান শিল্প - কাঠের মুখোশ, বাঁশের সামগ্রী, খোদাই শিল্প । ৬. মালদা জেলা - প্রধান কুটির শিল্প - , বাঁশের জিনিসপত্র, পাটজাত দ্রব্য, সিল্ক বস্ত্র শিল্প। মালদা সিল্ক শিল্পের জন্যও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৭. মুর্শিদাবাদ জেলা -- প্রধান শিল্প - বেল মেটাল ও ব্রাস শিল্প, কান্থা সূচিশিল্প, শোলাপিঠ, কাঠের খোদাই শিল্প । ৮. নদিয়া জেলা - নদিয়া জেলার কুটির শিল্প খুবই বিখ্যাত। প্রধান শিল্প - কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত শিল্প, পাটজাত দ্রব্য । ৯. বীরভূম জেলা - প্রধান শিল্প - কান্থা সূচিশিল্প, , শান্তিনিকেতনের চামড়ার কাজ , শোলাপিঠ শিল্প । ১০. বর্ধমান জেলা, - প্রধান শিল্প - কাঠের পুতুল , ডোকরা ধাতব শিল্প , সূচিশিল্প ও কাপড়ের কাজ । ১১. বাঁকুড়া জেলা, বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প কেন্দ্র। প্রধান শিল্প - টেরাকোটা শিল্প (বিশেষ করে বাঁকুড়ার ঘোড়া , ডোকরা ধাতব শিল্প , বালুচরি শাড়ি , পাথর ও শঙ্খের কাজ । ১২. পুরুলিয়া জেলা , প্রধান শিল্প - ছৌ নাচের মুখোশ (চরিদা গ্রাম) , ল্যাকের কাজ , খেজুর ও তালপাতার সামগ্রী । ১৩. পশ্চিম মেদিনীপুর , প্রধান শিল্প - পটচিত্র , শঙ্খের কাজ , ধাতব শিল্প । ১৪. পূর্ব মেদিনীপুর , প্রধান শিল্প - মাদুরকাঠি (Madur Mat) , পাট ও বাঁশের সামগ্রী । ১৫. উত্তর ২৪ পরগনা , প্রধান শিল্প - , মাটির পাত্র , পাটজাত দ্রব্য , কান্থা সূচিশিল্প । ১৬. দক্ষিণ ২৪ পরগনা , প্রধান শিল্প - কান্থা সূচিশিল্প , শঙ্খ ও ঝিনুকের কাজ , জুট শিল্প।

পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়, এটি বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি জেলার নিজস্ব বিশেষ শিল্প রয়েছে—যেমন বাঁকুড়ার টেরাকোটা, কোচবিহারের শীতলপাটি, নদিয়ার মাটির পুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ইত্যাদি। এই শিল্পগুলি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তোলে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প রয়েছে। এর মধ্যে কান্থা সূচিশিল্প, শঙ্খ-ঝিনুকের কাজ (Shell craft) এবং পাটজাত শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই জেলায় টেরাকোটা, সূচিশিল্প, জুট, সিলভার ফিলিগ্রি ইত্যাদি কারুশিল্পের ক্লাস্টার কামারপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, মগরাহাট, হোটর প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। নিচে এই তিনটি শিল্প বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

১. কান্থা সূচিশিল্প (Kantha Embroidery)

কান্থা হলো বাংলার এক প্রাচীন সূচিশিল্প। পুরোনো শাড়ি বা কাপড়ের স্তর একসাথে রেখে তার উপর সূঁচ ও সুতা দিয়ে নকশা তৈরি করা হয়। সাধারণত ফুল, লতা-পাতা, পশুপাখি, গ্রামীণ জীবন, লোককাহিনি ইত্যাদি নকশা এতে ফুটে ওঠে।

উৎপাদন পদ্ধতি

পুরোনো শাড়ি বা কাপড় কয়েকটি স্তরে ভাঁজ করে রাখা হয় সুতা দিয়ে "রানিং স্টিচ" বা দৌড় সেলাই করা হয় ধীরে ধীরে নকশা তৈরি হয়। শেষে বিছানার চাদর, ব্যাগ, কুশন কভার, শাড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

প্রধান অঞ্চল ও গ্রাম

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই শিল্প বিশেষ করে নারীদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। প্রধান অঞ্চলগুলো হলো— বারুইপুর থানা ও আশেপাশের গ্রাম , ক্যানিং ও বাসন্তী অঞ্চল , মগরাহাট ব্লক , জয়নগর-মজিলপুর এলাকা , কুলতলি ও সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রাম। এখানে গ্রামের মহিলারা বাড়িতে বসে কান্থা তৈরি করেন এবং পরে বাজারে বা হস্তশিল্প মেলায় বিক্রি করেন।

গুরুত্ব

গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারেও জনপ্রিয়।

২. শঙ্খ ও ঝিনুকের কাজ (Shell Craft)

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে ঝিনুক ও শঙ্খ দিয়ে নানা কারুশিল্প তৈরি করা হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি

সমুদ্র বা নদী থেকে সংগ্রহ করা ঝিনুক ও শঙ্খ পরিষ্কার করা হয় , কাটিং ও পালিশ করা হয় , তারপর খোদাই করে অলংকার বা শো-পিস তৈরি করা হয়।

তৈরি পণ্য

শঙ্খের বালা (বিবাহিত নারীর শাঁখা) , মালা ও অলংকার , শোপিস, ল্যাম্প, ছবি ফ্রেম , সাজসজ্জার সামগ্রী।

প্রধান অঞ্চল

এই শিল্প সাধারণত উপকূলীয় ও নদীসংলগ্ন এলাকায় বেশি দেখা যায়— কাকদ্বীপ , নামখানা , সাগর দ্বীপ , পাথরপ্রতিমা, গোসাবা ও সুন্দরবন অঞ্চল। এই অঞ্চলের কারিগররা ঝিনুক ও শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন অলংকার ও শো-পিস তৈরি করে। শঙ্খ-ঝিনুকের কারুশিল্প পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় প্রচলিত এবং হাজার হাজার কারিগর এই কাজে যুক্ত।

৩. পাটজাত কুটির শিল্প (Jute Handicraft)

পাট বা জুট পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান কৃষিজ পণ্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই পাট দিয়ে অনেক ধরনের হস্তশিল্প তৈরি হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি

পাট গাছ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় , শুকিয়ে সুতা তৈরি করা হয়। পরে হাতের সাহায্যে বা ছোট যন্ত্রে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়।

তৈরি পণ্য

জুট ব্যাগ , দড়ি , মাদুর , ফাইল কভার , ঘরের সাজসজ্জার সামগ্রী।

প্রধান অঞ্চল

এই শিল্প প্রধানত নিম্নলিখিত এলাকায় বেশি দেখা যায়— ভাঙড় (Bhangar) , বারুইপুর , ক্যানিং ,মগরাহাট , জয়নগর ও সোনারপুর অঞ্চল। ভাঙড় এলাকায় জুট হ্যান্ডিক্রাফ্ট উৎপাদনের জন্য ছোট ছোট কারখানা ও কারিগরদের সমবায় রয়েছে। এখানকার জুট ব্যাগ আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি হয়।

৪. বাঁশ ও বেতের শিল্প

প্রধান এলাকা

ক্যানিং – ক্যানিং ও ঘুটিয়ারি শরিফ অঞ্চল , বাসন্তী – বাসন্তী ও আশেপাশের সুন্দরবন গ্রাম , কুলতলি – কুলতলি ব্লকের গ্রাম , গোসাবা – গোসাবা ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল। এখানে বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মাছ ধরার ফাঁদ, ডালা, আসবাবপত্র তৈরি করা হয়।

৫. মাটির পাত্র ও টেরাকোটা শিল্প

প্রধান এলাকা - বারুইপুর – বারুইপুর ও আশেপাশের গ্রাম , সোনারপুর – সোনারপুর, রাজপুর অঞ্চল , জয়নগর – জয়নগর-মজিলপুর ও বহড়ু , ভাঙড় – ভাঙড় ব্লকের কিছু গ্রাম। কুমোর সম্প্রদায় এখানে হাঁড়ি, কলস, প্রদীপ, মাটির পুতুল ইত্যাদি তৈরি করেন।

৬. তালপাতা ও খেজুরপাতার কারুশিল্প

প্রধান এলাকা - বাসন্তী – বাসন্তী ব্লকের গ্রাম , কুলতলি – কুলতলি ও সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চল , গোসাবা – গোসাবা অঞ্চলের গ্রাম , পাথরপ্রতিমা – পাথরপ্রতিমা ব্লকের গ্রাম। এখানে তালপাতা ও খেজুরপাতা দিয়ে হাতপাখা, মাদুর, ঝুড়ি তৈরি করা হয়।

৭. কাঠের কারুশিল্প

প্রধান এলাকা - বারুইপুর – বারুইপুর ও মদারাট অঞ্চল , সোনারপুর – রাজপুর-সোনারপুর , মগরাহাট – মগরাহাট ব্লকের গ্রাম। এখানে কাঠের খেলনা, ছোট মূর্তি ও ঘরের সাজসজ্জার জিনিস তৈরি হয়।

৮. মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরির শিল্প

প্রধান এলাকা – ক্যানিং , গোসাবা , কুলতলি , পাথরপ্রতিমা , কাকদ্বীপ। এই এলাকায় বাঁশ ও সুতা দিয়ে মাছ ধরার জাল, ফাঁদ ও খাঁচা তৈরি করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ ও মানুষের জীবনে তার প্রভাব

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত South 24 Parganas জেলা ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুবই বৈচিত্র্যময়। এখানে নদী, উপকূল ও সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কুটির শিল্প—বিশেষ করে কান্থা সূচিশিল্প, শঙ্খ-ঝিনুকের কারুশিল্প এবং পাটজাত শিল্প। এই শিল্পগুলি শুধু ঐতিহ্য বহন করে না, ভবিষ্যতে জেলার মানুষের জীবন ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ১. পর্যটনের সঙ্গে সংযোগের সম্ভাবনা - দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু অঞ্চল বিখ্যাত Sundarbans অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বছর বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে আসে। যদি কুটির শিল্পকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়—যেমন স্থানীয় হস্তশিল্পের বাজার, কারুশিল্প গ্রাম, প্রদর্শনী—তাহলে এই শিল্পের চাহিদা বাড়বে এবং কারিগরদের আয় বৃদ্ধি পাবে। ২. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসারের সুযোগ - বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশবান্ধব ও হাতে তৈরি পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। জুট বা পাটের ব্যাগ , কান্থা সূচিশিল্পের পোশাক ,শঙ্খ-ঝিনুকের অলংকার এইসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার বড় সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক প্রশিক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা থাকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে আরও পরিচিত হতে পারে। ৩. প্রযুক্তি ও আধুনিক বিপণনের সুযোগ - বর্তমানে অনলাইন বিপণন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রামের কারিগররাও তাদের পণ্য সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পারে। ই-কমার্স, সামাজিক মাধ্যম ও হস্তশিল্প মেলার মাধ্যমে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হতে পারে। ৪. সরকারি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ - সরকারি প্রকল্প, সমবায় সমিতি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কারিগরদের নতুন নকশা, উন্নত মানের উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা গেলে কুটির শিল্প আরও শক্তিশালী হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের জীবনে কুটির শিল্পের প্রভাব

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি - গ্রামীণ এলাকায় বড় শিল্প কারখানা কম থাকার কারণে কুটির শিল্প মানুষের জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে— নারীরা ঘরে বসেই কাজ করতে পারেন , কৃষিকাজের অবসর সময়ে অতিরিক্ত আয় করা যায় , ফলে অনেক পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। ২. গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি - কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কারিগররা যখন তাদের তৈরি পণ্য বাজারে বিক্রি করেন, তখন সেই অর্থ আবার গ্রামের অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। এতে পুরো গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। ৩. নারীর ক্ষমতায়ন - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কান্থা সূচিশিল্পের সঙ্গে বহু গ্রামীণ নারী যুক্ত। এই শিল্পের মাধ্যমে— নারীরা নিজস্ব আয় করতে পারেন , পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা বাড়ে , সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে কুটির শিল্প নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৪. ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ - কুটির শিল্প শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়। যেমন— কান্থা সূচিশিল্পে লোকজ নকশা , শঙ্খ-ঝিনুকের অলংকারে উপকূলীয় সংস্কৃতির ছাপ এতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিচয় অটুট থাকে। ৫. পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন - পাট, ঝিনুক, প্রাকৃতিক তন্তু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি অধিকাংশ কুটির শিল্প পরিবেশবান্ধব। বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে এই ধরনের শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্প শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প নয়; এটি জেলার মানুষের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পর্যটন, আধুনিক বিপণন ও সরকারি সহায়তার মাধ্যমে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হতে পারে। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ—সবই সম্ভব হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্প সম্পর্কে সরকারের উদ্যোগ ও ভাবনা

South 24 Parganas জেলায় কুটির শিল্প (যেমন কান্থা সূচিশিল্প, পাটজাত শিল্প, শঙ্খ-ঝিনুক শিল্প ইত্যাদি) গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিল্পকে উন্নত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো—কারিগরদের প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, বাজারের সুযোগ সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে সংরক্ষণ করা।

১. MSME ও টেক্সটাইল দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Micro, Small & Medium Enterprises & Textiles Department রাজ্যের কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প উন্নয়নের প্রধান সংস্থা। এই দপ্তর কারিগরদের সংগঠিত করা, আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রযুক্তি ও বিপণন সুবিধা দেওয়ার কাজ করে। সরকারের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে— কারিগরদের প্রশিক্ষণ , নতুন নকশা ও প্রযুক্তি শেখানো , সমবায় গঠন , উৎপাদন ও বিপণন উন্নত করা। এতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্পীরা তাদের পণ্য আরও উন্নতভাবে তৈরি করতে পারছেন।

২. Rural Craft Hub প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা UNESCO-র সহযোগিতায় Rural Craft Hub প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা এবং গ্রামীণ কারিগরদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে— কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় , আধুনিক প্রযুক্তি ও নকশা শেখানো হয় , উৎপাদনের জন্য অবকাঠামো তৈরি করা হয় , দেশ ও বিদেশের বাজারের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। এর ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো গ্রামীণ অঞ্চলের কুটির শিল্পের বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৩. হস্তশিল্প মেলা ও বিপণন সহায়তা

সরকার বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলা, প্রদর্শনী ও এক্সপো আয়োজন করে কারিগরদের পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি করে। এছাড়া কারিগরদের ভ্রমণ ভাতা (TA/DA) ও পণ্য পরিবহন খরচও দেওয়া হয় যাতে তারা বিভিন্ন মেলায় অংশ নিতে পারেন। এতে— কুটির শিল্পীদের সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ হয় , নতুন বাজার তৈরি হয় ,পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি পায়।

৪. "Biswa Bangla" ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার Biswa Bangla নামে একটি সরকারি ব্র্যান্ড চালু করেছে, যার মাধ্যমে বাংলার হস্তশিল্প ও তাঁতপণ্য দেশ-বিদেশে প্রচার করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে— বাংলার ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছায় , কারিগররা তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, কুটির শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কারিগররাও এই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Swami Vivekananda Swanirbhar Karmasansthan Prakalpa (SVSKP) প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবকদের ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ছোট ব্যবসা বা কুটির শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে— নতুন কুটির শিল্প স্থাপন করা যায় , গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরি হয় , স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প গড়ে ওঠে।

৬. কারিগরদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা

সরকার কুটির শিল্পের কারিগরদের জন্য কিছু সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাও চালু করেছে, যেমন— প্রবীণ কারিগরদের মাসিক পেনশন, , Artisan Credit Card , আর্থিক সহায়তা ও ঋণ সুবিধা । এই ব্যবস্থাগুলি কারিগরদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্পকে উন্নত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, বিপণন সুযোগ এবং সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে এই শিল্পকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগগুলির ফলে জেলার গ্রামীণ মানুষ কর্মসংস্থান পাচ্ছেন এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পও সংরক্ষিত হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুটির শিল্প মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। কান্থা সূচিশিল্প গ্রামীণ নারীদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প , শঙ্খ-ঝিনুকের কাজ উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ শিল্প , পাটজাত শিল্প পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পগুলো শুধু কর্মসংস্থানই তৈরি করে না, বরং বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশে পরিচিত করে তোলে।

তথ্যসূত্র তালিকা

১। Government of India, District Industrial Profile: South 24 Parganas,

Published by Development Commissioner (MSME), Ministry of MSME.

২। Handicrafts and Cottage Industries of West Bengal,

Published by Government of West Bengal,

Department of Micro, Small & Medium Enterprises and Textiles.

৩। Village Industries and Rural Craft of West Bengal,

Published by West Bengal Khadi & Village Industries Board.

৪। Economic Review of West Bengal,

Published by Department of Planning & Statistics, Government of West Bengal.

৫। District Statistical Handbook: South 24 Parganas,

Published by Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal.

৬। Handicrafts of West Bengal, Author: Ashok Mitra.

৭। Folk Art and Craft of Bengal, Author: Dinesh Chandra Sen.

৮। Banglar Lokoshilpo (বাংলার লোকশিল্প), Author: Ashutosh Bhattacharya.

৯। Sundarbans: Society, Culture and Economy, Author: Annu Jalais.

১০। West Bengal District Gazetteer: South 24 Parganas, Published by Government of West Bengal.

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা (Reference Books)

১। Folk Arts of West Bengal and the Artist Community

লেখক: Tarapada Santra , প্রকাশক: Niyogi Books , niyogibooksindia.com

২। Crafts of West Bengal , লেখক: Prabhas Sen , প্রকাশক: Mapin International

৩। Handicrafts of West Bengal , লেখক: Siten Chakraborti এবং Radha Krishna Bari

৪। Traditional Arts and Crafts of West Bengal , লেখক: Benoy Ghosh

৫। Clay Handicrafts of West Bengal , লেখক: Sibsankar Jana

৬। Saga of Bengal Silk and Handloom Industry , লেখক: Chandan Roy

৭। Banglar Lokoshilpo (বাংলার লোকশিল্প) , লেখক: অশুতোষ ভট্টাচার্য

৮। Banglar Lokashilpa O Lokanritya , লেখক: Gurusaday Dutt

৯। Palli Sangskar , লেখক: Gurusaday Dutt

১০। Economic Review of West Bengal , প্রকাশক: Government of West Bengal

১১। District Statistical Handbook: South 24 Parganas , প্রকাশক: Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal

১২। District Industrial Profile: South 24 Parganas , প্রকাশক: Development Commissioner (MSME)